বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রকাশনাঃ
যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC)

উপদেষ্টাঃ
শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি, নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)

তত্ত্বাবধানঃ
সন্তোষ কুমার পন্ডিত পিএএ, অতিরিক্ত নিবন্ধক (যুগ্ম সচিব)
রনজিৎ কুমার রায়, উপ-নিবন্ধক
আবু ইসা মোহাঃ মোস্তফা ভূঁইয়া পিএএ, উপ-নিবন্ধক
মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সহকারী নিবন্ধক

সম্পাদনা ও সহযোগিতাঃ
জিকরা আমিন পিএএ, প্রোগ্রামার
মোঃ রকিব আহমেদ রনী, সহকারী নিবন্ধক
মুহাম্মদ সেলিম মিয়া, এক্সামিনার অব একাউন্টস
মোঃ নওয়াব প্রামানিক, এক্সামিনার অব একাউন্টস

পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিনিয়োগক্ষেত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে পরিপালন করে আসছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন টেকসই নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ, যা বাংলাদেশে বিদ্যমান। ব্যবসায়ীরা যাতে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদ পরিবেশে ব্যবসা করতে পারেন, সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার বদ্ধপরিকর। কোম্পানি নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্নের জন্য ও এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি, ২০০৯ সন হতে এ পরিদপ্তর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনে নানামুখী কার্যক্রম শুরু করে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্য, যা এনে দেয় যুগান্তকারী সাফল্য ও গ্রাহক সেবায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। পরিদপ্তরটি বর্তমানে অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, LAN অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে নিবন্ধন, রেকর্ডভূক্তকরণ, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে এবং সরকার ঘোষিত ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে এ পরিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভিশনঃ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন এবংনিবন্ধন পরবর্তী সেবা কার্যক্রম বিশ্বমানে উন্নীত করণ।

মিশনঃ

পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে অনলাইন সেবাপ্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ, আধুনিকীকরণ, যুগোপযোগীকরণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে যৌথমূলধন ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে কোম্পানি আইনের আওতায় কলকাতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর প্রথমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পরিদপ্তরটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করা হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে জাতীয় উন্নয়নে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনীতির বিনির্মাণে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
i)	মুখবন্ধ	৭
ii)	আরজেএসসি'র কার্যাবলি	৮
iii)	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৮-১০
iv)	আরজেএসসি'র সেবাসমূহ	১১-১৩
v)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৩
vi)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে সম্পাদিত কার্যক্রমের গ্রাফিক্যাল চিত্র	১৪-১৬
vii)	জাতীয় শোক দিবস পালন	১৭
viii)	শেখ রাসেল দিবস পালন	১৭-১৮
ix)	মুজিববর্ষ পালন	১৮
x)	আরজেএসসির বিগত ৩ (তিন) বছরে সম্পাদিত কাজের পরিসংখ্যান	১৮
xi)	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুসারে বিগত ৩ বছরের নিবন্ধনের পরিসংখ্যান	১৯
xii)	রাজস্ব খাতে অবদানঃ বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের রাজস্ব আদায়ের চিত্র নিম্নরূপ	১৯
xiii)	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	২০
xiv)	বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ অনুযায়ী অত্র পরিদপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম	২০-২৫

xv)	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার সারাংশ	২৬
xvi)	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ছক	২৭
xvii)	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সভা ও প্রশিক্ষণ	২৭
xviii)	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সভা ও প্রশিক্ষণ	২৮
xix)	তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সারাংশ	২৮-২৯
xx)	করোনাকালীন কার্যক্রম	২৯-৩০
xxi)	সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩০-৩১

মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। জাতির পিতার এই উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে তার যোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রাখতে বেসরকারীখাতের অবদান নিশ্চিতকল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং শিল্পায়ন সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার সহজীকরণ ও ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতের কোন বিকল্প নেই।

এই লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দূরদর্শী রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ ব-দ্বীপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য পূরণে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ন্যায় এ দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিদপ্তরের সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০০৯ সনে কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরিদপ্তরটি ২০১০ সালে রিটার্ন ফাইলিংসহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামের ছাড়পত্র, সার্টিফাইড কপি প্রদান, অনলাইন নিবন্ধন, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। এখন সেবা গ্রহিতাগণ অনলাইনে আবেদন করে তার আবেদনের অবস্থান অনলাইনে ট্রাকিং করার পাশাপাশি ইমেইলে চাহিত সার্টিফাইড কপি পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেবা গ্রহিতাদের অনলাইন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকার ফলে অত্র দপ্তরের ডিজিটাল প্রয়াসের শতভাগ সুফল গ্রহন করতে পারছেন না।

বাংলার জণগনের কাঙ্খিত গৌরবান্বিত বর্ষ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে এ পরিদপ্তর হতে গ্রাহক সাধারণকে প্রদেয় সেবা আরো সহজ ও গ্রাহকবান্ধব করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গ্রাহক সাধারণের কোম্পানি গঠন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করতে অত্র দপ্তরে সভা আহ্বান করা হয়। এছাড়াও এ পরিদপ্তরে জনবল সংকট থাকা সত্বেও নাগরিক সেবা আরো সহজ ও দ্রুততার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বোপরি দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বচ্ছতারসাথে সম্পন্ন করতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি
নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)

আরজেএসসির কার্যাবলীঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে, উন্নয়নের রোল মডেলে অংশীদার হতে এবং বিনিয়োগ বান্ধব ব্যবসায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে এ পরিদপ্তরটি নামের ছাড়পত্রসহ নিবন্ধন এবং নিবন্ধন পরবর্তী রিটার্ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এর প্রধান কাজসমূহ হচ্ছে-

- কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে প্রাইভেট/পাবলিক/এক ব্যক্তি কোম্পানি ও বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ/লিয়াজোঁ অফিস নিবন্ধন।
- দি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ এর অধীনে সোসাইটি নিবন্ধন।
- বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ও বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ অনুসারে গঠিত বাণিজ্য সংগঠন ও কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ এবং ২৯ ধারায় নিবন্ধন।
- অংশীদারী কারবার আইন, ১৯৩২ এর অধীনে অংশীদারী কারবার নিবন্ধন।
- নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত বিধিবদ্ধ রিটার্নসমূহ রেকর্ডভুক্তকরণ।
- গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক রেকর্ডভুক্ত রিটার্নের সার্টিফাইড কপি প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

নিবন্ধক হলেন আরজেএসসির প্রধান। নিবন্ধকের পরপরই একজন অতিরিক্ত নিবন্ধক এবং ঢাকা কার্যালয়ে দুইজন উপ-নিবন্ধক ও চট্টগ্রামে একজন উপ-নিবন্ধক রয়েছেন। এছাড়া ঢাকাতে ৩ জন এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে একজন করে সহকারী নিবন্ধক রয়েছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর বিভাগীয় কার্যালয়গুলো নিবন্ধকের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বর্তমান আরজেএসসির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ৮১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন স্তরে বর্ণিত রয়েছে এবং মাত্র ৬১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে।

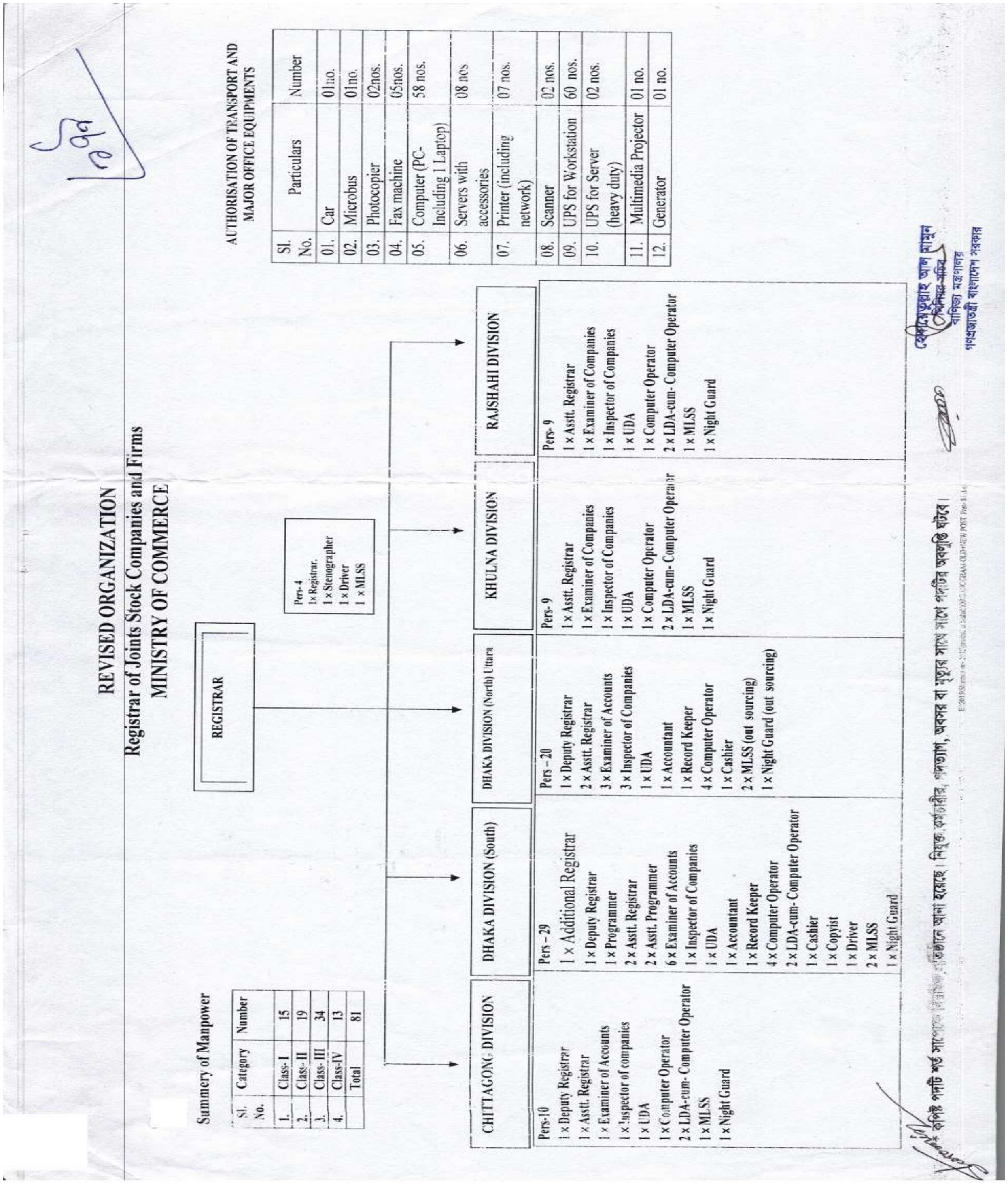

চিত্রঃ আরজেএসসির অর্গানোগ্রাম

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তরের পদের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ	মন্তব্য
		১ম শ্রেণী			
১	রেজিষ্ট্রার	১	১	০	
২	অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার	১	১	০	
৩	ডেপুটি রেজিস্ট্রার	৩	৩	০	
৪	প্রোগ্রামার	১	১	০	
৫	সহকারী রেজিস্ট্রার	৭	৪	৩	
৬	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১	১	
	মোট	১৫	১১	৪	
		২য় শ্রেণী			
৭	এক্সামিনার অব একাউন্টস	১২	১১	১	
৮	পরিদর্শক	৭	৬	১	
	মোট	১৯	১৭	২	
		৩য় শ্রেণী			
৯	স্টেনো গ্রাফার	১	১	০	
১০	উচ্চমান সহকারী	৫	৩	২	
১১	হিসাবরক্ষক	২	০	২	
১২	কম্পিউটার অপারেটর	১১	৮	৩	
১৩	রেকর্ড কিপার	২	১	১	
১৪	ক্যাশিয়ার	২	২	০	
১৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৮	৬	২	
১৬	কপিস্ট	১	১	০	
১৭	গাড়ী চালক	২	১	১	
	মোট	৩৪	২৩	১১	
		৪র্থ শ্রেণী			
১৮	এম. এল. এস. এস	৮	৬	২	
১৯	নৈশ প্রহরী	৫	৪	১	
	মোট	১৩	১০	৩	
সর্ব মোট		৮১	৬১	২০	

আরজেএসসি'র সেবাসমূহ

আরজেএসসি পাবলিক, প্রাইভেট ও বিদেশী কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন, অংশীদারি ফার্ম, সোসাইটির আইনগত সহায়ক হিসেবে বেশ কিছু সেবা প্রদান করে থাকে। ফলে, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবীগণ অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগের সুরক্ষা পেয়ে থাকে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে চাহিত তথ্য প্রদান করে মানি লন্ডারিং, রাজস্ব আদায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে অবদান রাখছে। নিম্নে আরজেএসসির সেবা সমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরা হলো।

(ক) নিবন্ধন (Registration)

উদ্যোক্তাগণ নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেন এবং প্রযোজ্য আইনের শর্ত পূরণ ও নির্ধারিত ফি পাওয়া সাপেক্ষে আরজেএসসি নিবন্ধনপত্র প্রদান করে।

১. পাবলিক কোম্পানি নিবন্ধন
২. প্রাইভেট কোম্পানি নিবন্ধন
৩. এক ব্যক্তির কোম্পানি নিবন্ধন
৪. বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানির লিয়াজো অফিসের নিবন্ধন
৫. বাণিজ্য সংগঠন নিবন্ধন
৬. সোসাইটি নিবন্ধন
৭. অংশীদারি ফার্ম নিবন্ধন
৮. গ্যারান্টিদ্বারা সীমিতদায় কোম্পানি নিবন্ধন

(খ) রিটার্ন ফাইলিং (Return Filing)

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ ফরমে ও নির্ধারিত সময়ে রিটার্নফাইল দাখিল করতে হয় এবং আরজেএসসি সেসবের রেকর্ডভূক্তকরণ ও তার রেকর্ড সংরক্ষণ করে থাকে। রিটার্ন ফাইলিং এ বিভিন্ন ধরনের রিটার্ন হয়ে থাকে, যেমনঃ

নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহের রিটার্ন:-

১. বার্ষিক রিটার্ন
২. পরিচালক পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৩. কোম্পানির শেয়ার বরাদ্দকরণ রিটার্ন
৪. অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধির রিটার্ন
৫. শেয়ারমূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৬. কোম্পানির মর্টগেজ নিবন্ধন
৭. শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত রিটার্ন
৮. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৯. সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন

১০. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
১১. এছাড়া কোম্পানি আইনে বর্ণিত অন্যান্য রিটার্ন ।

অংশীদারি ফার্মের দাখিলকৃতরিটার্নসমূহ:-
১. অংশীদারি দলিল পুর্ণগঠন রিটার্ন
২. অংশীদারি চুক্তি বাতিলকরণ রিটার্ন

সোসাইটির দাখিলকৃত রিটার্নসমূহ:-
১. বার্ষিক রিটার্ন
২. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৩. সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন
৪. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন

বিদেশী কোম্পানির রিটার্নসমূহ:-
১. পরিচালকের পরিবর্তন সংক্রান্ত
২. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন (বিদেশে পরিবর্তিত)
৩. সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন (বিদেশে পরিবর্তিত)
৪. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন

বাণিজ্য সংগঠনের দাখিকৃত রিটার্নসমূহ:-
১. বার্ষিক রিটার্ন
২. পরিচালক পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৩. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৪. সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন
৫. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন

(গ) প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান (Issuance of certified copies)

কোন প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডের প্রত্যায়িত অনুলিপির জন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারেন। এমন আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি প্রদানসাপেক্ষে আরজেএসসি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অতীত রেকর্ডের প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করে থাকে। তবে লাভ ও ক্ষতির হিসাব শুধুমাত্র ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ব্যক্তির কাছেই প্রকাশ করা হয়।

(ঘ) উইন্ডিং আপ (Winding up)

যদি কোনো প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায়, পাওনাদার অথবা আদালতের আদেশে উইন্ডিং আপ সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ এ দপ্তরে দাখিল করে, আরজেএসসি তা রেকর্ডভূক্ত করে।

(ঙ) স্ট্রাক অফ (Struck off)

যদি কোন নিবন্ধিত কোম্পানি নিষ্ক্রিয় (Defunct) বা আর চলমান না থাকে তবে আরজেএসসি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারা মোতাবেক সেটির নাম নিবন্ধন বহি থেকে কেটে দেয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। কোম্পানি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মডেল সংঘস্মারক (Memorandum of Association-MoA) এবং মডেল সংঘবিধি (Articles of Association - AoA) প্রণয়ন করা হয়েছে;

২। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (নগদ) এর মাধ্যমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC) এর ফিস গ্রহন করা হচ্ছে;

৩। আরজেএসসি অনলাইন সিস্টমে রেকর্ডকৃত Form- IV(অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি) এর ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি অনলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে;

৪। আরজেএসসির অনলাইন সিস্টেমের রেকর্ডকৃত শেয়ার বরাদ্দের বিবরণী (Form-xv) এর ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি অনলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে;

৫। রিটার্ন দাখিলের-সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজাদির তালিকা অনলাইনে প্রদর্শন করা হয়েছে;

৬। এ পরিদপ্তরের ডাটা ও সিস্টেমকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়েছে;

৭। আন্তর্জাতিন সংস্থা USAID এর প্রজেক্ট (FEED THE FUTURE (BITBEE)এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে । এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য আরজেএসসির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া world standard and good practices এ উন্নীতকরণ;

৮। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের নাম ঠিকানা তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের এনআইডি সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন করে তথ্য যাচাই করা হচ্ছে;

৯। কোম্পানি কতৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন/ অডিট রিপোর্টের সত্যতা নিশ্চিতকরণে ICAB এর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ফলে অডিট রিপোর্টে DVS যাচাই করা সম্ভব হয়েছে;

১০। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন (DBID) এবং ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে সম্পাদিত কার্যক্রমের গ্রাফিক্যাল চিত্রঃ

১. নিবন্ধন সংক্রান্তঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে ১৩৪৮৫ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধনের চিত্র নিম্নরূপ-

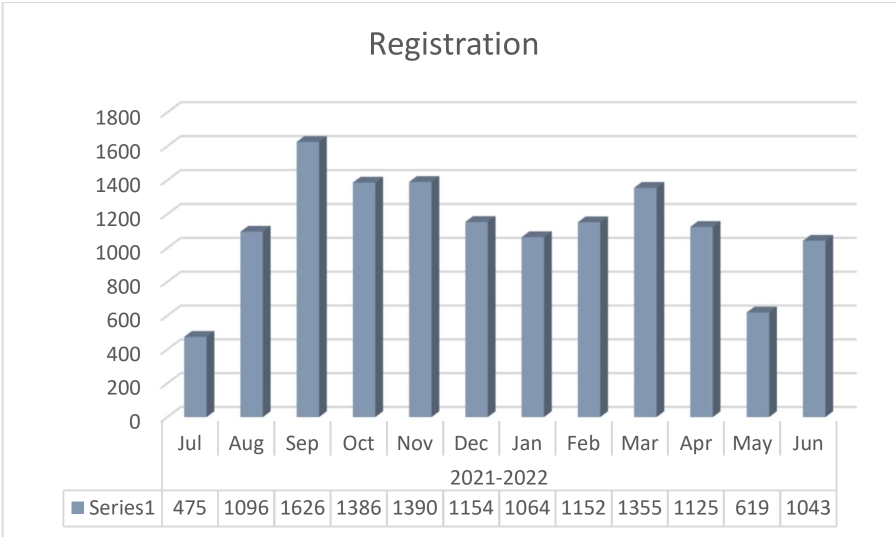

চিত্রঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে নিবন্ধনের গ্রাফিক্যাল ছক।

২. দাখিলকৃত রিটার্ন রেকর্ডভূক্তকরণ সংক্রান্তঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে ২২৫২৩০ টি দাখিল করা হয়েছে এবং ২০০৯৬৮ টি রিটার্ণ রেকর্ডভূক্ত করা হয়েছে। দাখিলকৃত রিটার্ন রেকর্ডভূক্তকরণের মাসওয়ারী চিত্র নিম্নরূপ-

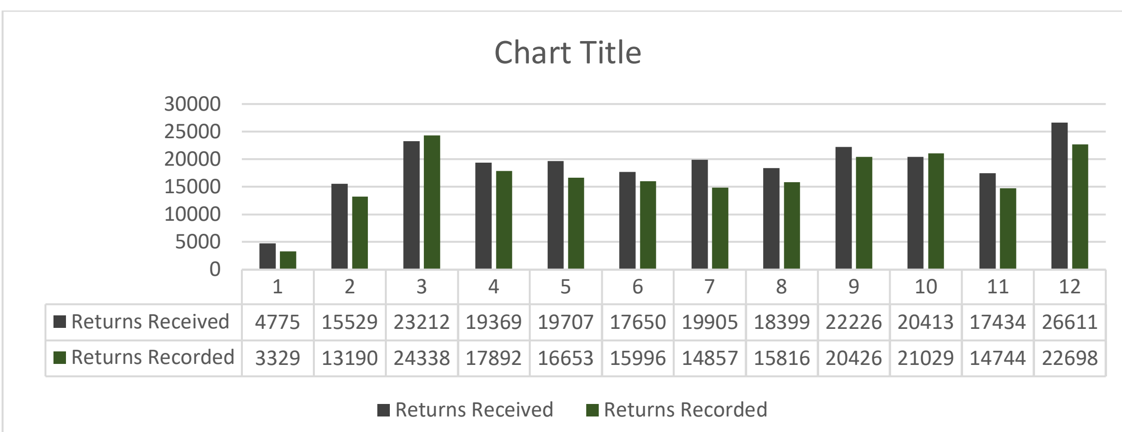

চিত্রঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে দাখিলকৃত রিটার্ন রেকর্ডভূক্তকরণের গ্রাফিক্যাল ছক

৩. সার্টিফাইড কপি প্রদান সংক্রান্তঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে ৪২৩৭৯ টি সার্টিফাইড কপি প্রদান করা হয়েছে। সার্টিফাইড কপি প্রদানের চিত্র নিম্নরূপ-

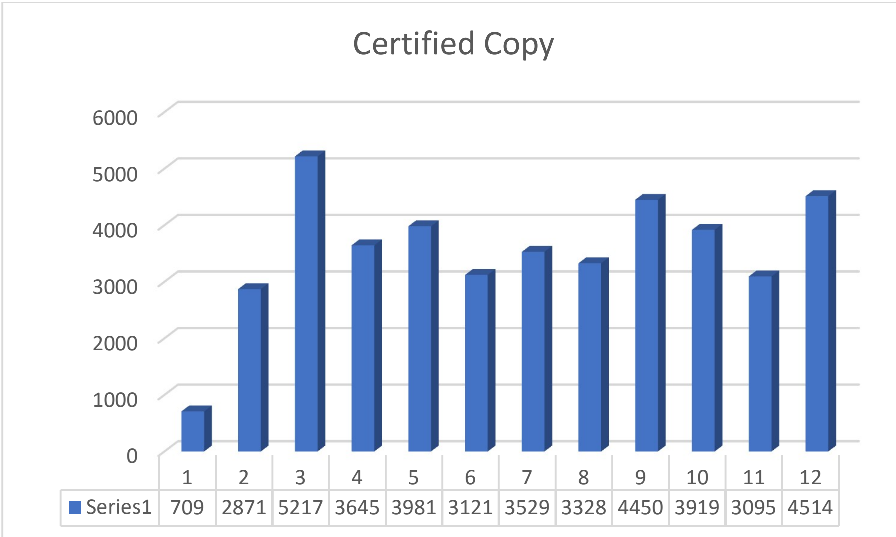

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে সার্টিফাইড কপি প্রদানের গ্রাফিক্যাল ছক।

৪. উইন্ডিং আপ সংক্রান্তঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে উইন্ডিং আপ সংক্রান্ত ৩৬৩৪ টি রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে এবং ২৩৯৭ টি রিটার্ন রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। উইন্ডিং আপ/ অবসায়নের চিত্র নিম্নরূপ-

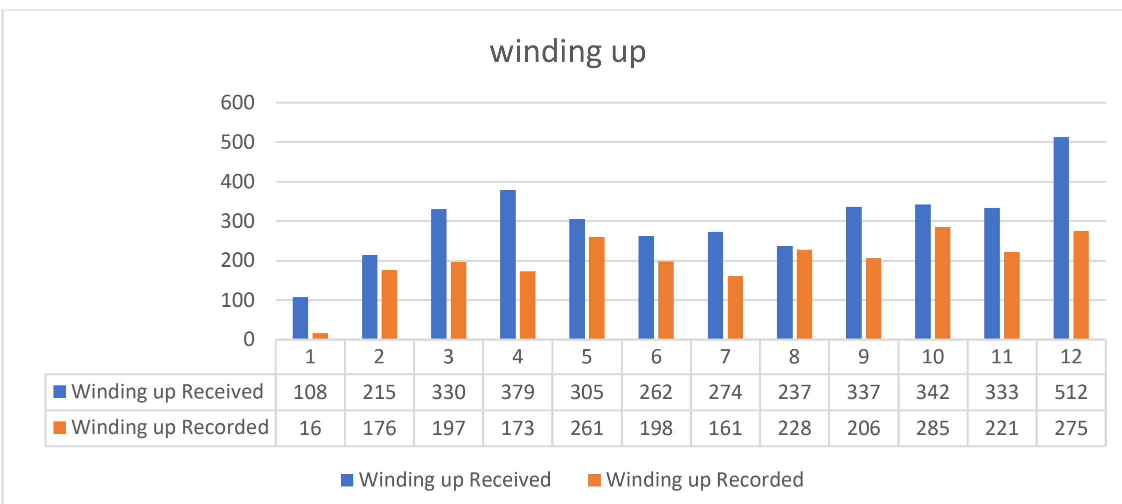

চিত্রঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে উইন্ডিং আপ/ অবসায়নের গ্রাফিক্যাল ছক।

৫. স্ট্রাক অফ সংক্রান্তঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে ৬৪১ টি নিষ্ক্রিয় কোম্পানিকে ডিফল্ট নোটিশ ইস্যু করা হয়। ডিফল্ট নোটিশ ইস্যুর চিত্র-

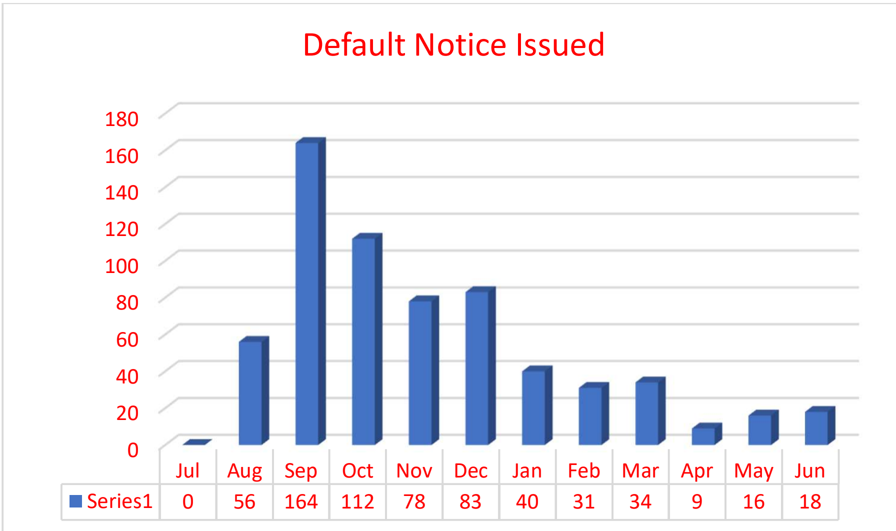

চিত্রঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে ডিফল্ট নোটিশ ইস্যুর গ্রাফিক্যাল ছক।

৬. মর্টগেজ নিবন্ধন সংক্রান্তঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে ৭১৭৯ টি মর্টগেজ নিবন্ধন করা হয়। মর্টগেজ নিবন্ধনের চিত্র-

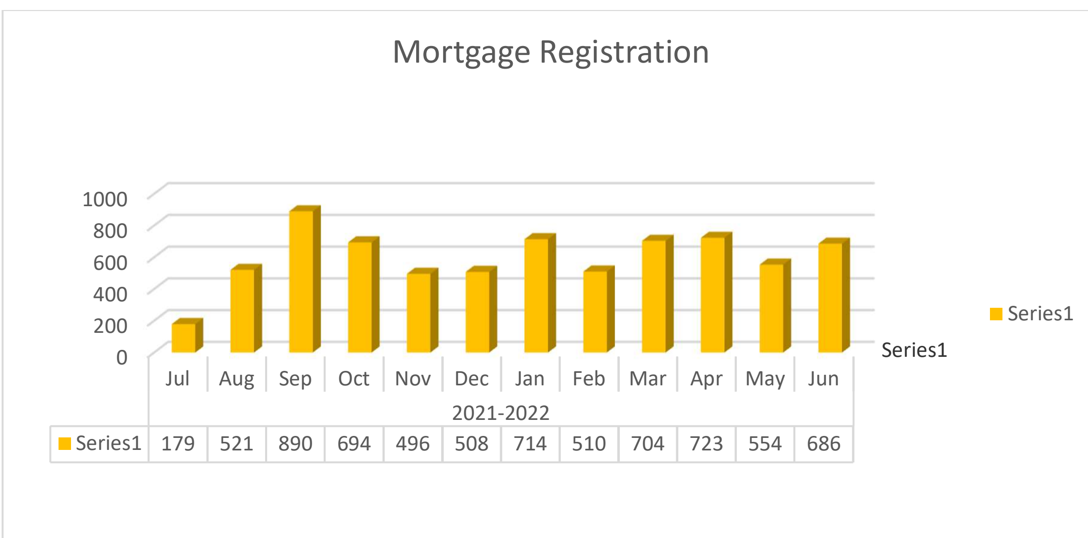

চিত্রঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ (বার) মাসে মর্টগেজ নিবন্ধনের গ্রাফিক্যাল ছক।

চিত্রঃ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় শোক দিবস পালনঃ ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এ পরিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস পালনঃ ১৮ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে এ পরিদপ্তরে সাড়ম্বর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চিত্রঃ শেখ রাসেল দিবস পালন

মুজিববর্ষ পালনঃ ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে টিসিবি ভবনের ২য় তলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। অত:পর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এ পরিদপ্তরের সম্মুখ্যে জাতির পিতার ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়েছে এবং মুজিব কর্ণার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ অনুষ্ঠানের মঞ্চ

আরজেএসসির বিগত ৩ (তিন) বছরে সম্পাদিত কাজের পরিসংখ্যান:

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের চিত্র ছক আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

অর্থবছর	মোট নিবন্ধন	নামের ছাড়পত্র প্রদান	ফাইলিং রেকর্ড	মর্টগেজ নিবন্ধন	উন্ডিং আপ	সার্টিফাইড কপি প্রদান
২০১৯-২০২০ (জুলাই-জুন)	১১,১২৮	৩০,৫০৭	১,২৪,৩৩০	৪,৪৫৪	৭৯৪	২৯,০৮২
২০২০-২০২১ (জুলাই-জুন)	১৪,৮২৬	৩৮,৫৬৩	১,৭৯,৭৫১	৬,৩৯৮	১,২২০	৩৯,৫৪৩
২০২১-২০২২ (জুলাই-জুন)	১৩,৪৮৫	২৬,৪৫৯	২,০০,৯৬৮	৭,১৭৯	২,৩৯৭	৪২,৩৭৯

প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুসারে বিগত ৩ বছরের নিবন্ধনের পরিসংখ্যান:

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৩ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুসারে নিবন্ধনের চিত্র ছক আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	২০১৯-২০২০ (জুলাই-জুন)	২০২০-২০২১ (জুলাই-জুন)	২০২১-২০২২ (জুলাই-জুন)
১.	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	৪৪	৫৯	৪৩
২.	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	৮,৯৩০	১২,০২০	১০,৭৪০
৩.	বিদেশী কোম্পানি	৫১	৪৬	৩৯
৪.	অংশীদারী ফার্ম	১,৮২৭	২,৩৫৯	২,২৬৮
৫.	ট্রেডঅর্গানাইজেশন	১৭	১৮	১৩
৬.	সোসাইটি	২৫১	৩১৭	২৫৪
৭.	এক মালিকানা কোম্পানি	০	০	১২৪
৮.	কোম্পানি (২৮ ধারা)	৮	৭	৪
	মোট:	১১,১২৮	১৪,৮২৬	১৩,৪৮৫

রাজস্ব খাতে অবদানঃ- আরজেএসসি সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের রাজস্ব আদায়ের চিত্র নিম্নরূপঃ-

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৫ অর্থবছরের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের সামগ্রিক চিত্র ছক আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

অর্থবছর	নন-ট্যাক্স রাজস্ব (টাকা)	স্ট্যাম্প ডিউটি (টাকা)	প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ভ্যাট (টাকা)	মোট (টাকা)
২০১৭-২০১৮	১৬৯,২৬,৩০,৪৫৫.৪০	৫৬,২০,৫৬,৭২৮.২৪	১২,৫০,২২,১০৬.১৯	২৩৭,৯৭,০৬,২৮৯.৮৩
২০১৮-২০১৯	১৬১,২২,২০,৯৩৩.০০	২১৮,৬২,৭৩,৩৬৩.৪০	২৪,১০,০৬,৪০৪.৯১	৪০৩,৯৫,০০,৭০১.৩১
২০১৯-২০২০	৯৫,৫৬,৩৯,১০০.৫০	৭৩,০৯,৩৪,১৪৫.৬৮	১৪,৩৩,৭৫,৩৩০.৮১	১৮২,৯৯,৪৮,৫৭৬.৯৯
২০২০-২০২১	১,৪৪৭,১৮৫,১৪৭.৪৭	৪৮৬,৩৭৩,৬৬১.২৮	২১৬,৯৪৪,৪৭০.৬৩	২,১৫০,৫০৩,২৭৯.৩৮
২০২১-২০২২	১,৫৯৭,১৭৮,৩১৮.৫০	১,১২৯,৯৭৯,৫৬৭.৯৯	২৩৮,৯১৫,২১৭.০১	২,৯৬৬,০৭৩,১০৩.৫০

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা, সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়া, জি আর এস সংক্রান্ত, তথ্য অধিকার আইন এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নরূপ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাসভিত্তিক বিবরণ (জনঘন্টা)													
শ্রেণী	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
১ম	০	০	৯৬	৪০	৪৮	১৩৬	০	০	১০৪	০	২৪	৯৬	৫৪৪
২য়	০	০	১৯২	৮৮	১৬০	২৫৬	০	০	২১২	০	৭২	১৯২	১১৭২
৩য়	০	০	২৪০	৯৬	১৭২	৩২০	০	০	২৬০	০	৮০	৩২০	১৪৮৮
৪র্থ	০	০	৪৮	১৬	১৬	৪৮	০	০	২৪	০	২৪	৪৮	২২৪
	সর্বমোট জনঘন্টা												**৩৪২৮**

চিত্রঃ আরজেএসসি অফিসে বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের শুভাগমন উপলক্ষে আলোচনা সভা

বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ অনুযায়ী অত্র পরিদপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম

জনপ্রশাসন তথা নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারী সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ই-গভর্নেন্স ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২০২২ অনুযায়ী অত্র পরিদপ্তর সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচেছ। তারই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে ২০১৭-২০১৮ থেকে নিয়মিত ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন চলমান আছে।

উদ্ভাবনী ধারণার নাম: Inventory Management System।

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের পূর্বের সমস্যা	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের ফলাফল
-স্বশরীরে চাহিদাপত্র দাখিল করতে হয়। -চাহিদাপত্র দাখিলের পর যাচাই-বাছাই করার জন্য অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত ও সময় ব্যয় হয়। -স্টোরে সংরক্ষিত মালামালসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষনের জন্য স্টক রেজিস্টার ব্যবহার ঝামেলাপূর্ণ। -হিসাব সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করা। -সংরক্ষিত মালামালের যথাযথ তদারকী না করা। -বিদ্যমান পদ্ধতিতে কাগজের ব্যবহার বেশি ও ব্যয়বহুল।	-অনলাইনে সহজে দ্রুততার সাথে ব্যবহার করা যাবে। -হিসাব রাখা ও তদারকী সহজে সম্ভব -পেপাললেস পদ্ধতি -কেন্দ্রীয় রিপোর্টিং

<u>গৃহীত সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম ২০২১-২০২২</u>

১.পেনশন সেবা সহজিকরণঃ বিদ্যমান পেনশন সেবা নিতে ১৫ টি ধাপকে কমিয়ে ০৭ টি ধাপে সেবা প্রদান সম্পন্ন করা হবে ।

২.স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সংঘস্মারক ও সংঘ বিধি প্রস্তুতঃ এর ফলে সেবাগ্রহীতাগণ সহজেই এক ক্লিকেই সংঘবিধি ও সংঘস্মারক প্রস্তুত করতে পারবে। গত ২৬/১২/২০২১ তারিখে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয় ।

৩. অনলাইন রেকর্ডভূক্ত ফরম ৪ এবং ফরম ১৫ এর সার্টিফাইড কপির ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সনদ গ্রাহকের ই-মেইলে প্রেরণঃ এই সেবাটি সহজিকরনের পূর্বে গ্রাহক কে স্বশরীরে অত্র পরিদপ্তরে উপস্থিত হয়ে সনদ গ্রহন করতে হতো। এই সংস্কারের ফলে সেবাগ্রহীতাগণ ঘরে বসেই সহজেই দ্রুত সময়ে সেবা প্রাপ্ত হচ্ছেন ।ফলে গ্রাহকের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

৪.রিটার্ন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজাদির তালিকা অনলাইনে প্রদর্শনঃ

সেবাটি সহজিকরন করার পূর্বের সমস্যাসমূহ	সহজিকরনের ফলাফল
-সময়, খরচ ও যাতায়াত বেশি -মধ্যস্বত্বভোগী সংযুক্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে -গ্রাহকদের কোম্পানি আইন ও আইটি বিষয়ে সম্যক ধারনা না থাকায় প্রয়োজনীয় সহায়ক দলিলাদি সরবরাহে বিভ্রান্তি। -গ্রাহক ও কর্মকর্তাদের মাঝে কমিউনিকেশন গ্যাপ।	-সময়, খরচ ও যাতায়াত কম গিয়েছে । -সেবাগ্রহীতার দাখিলীয় কাগজপত্র সঠিকতা সাপেক্ষে সেবা দ্রুত হয়েছে ।

গত ৩০/০৬/২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয়।

চিত্রঃ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরজেএসসি'র করণীয় বিষয়ক সেমিনার

৫. এমএফএস (নগদ) এর মাধ্যমে আরজেএসসি'র ফিস গ্রহনঃ ফি প্রদান কে আরো সহজ ও যুগপযোগী করার জন্য মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (নগদ) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ফলে সহজেই গ্রাহকগণ নগদ মোবাইল এপস ও নগদ একাউন্ট ব্যবহার করে নিজের মোবাইল থেকেই ফি প্রদান করতে পারবেন । গত ২৯/০৬/২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয় ।

চিত্রঃ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (নগদ) এর সাথে চুক্তি

বিদ্যমান নাগরিক সেবা সহজিকরণই হলো ইনোভেশন এর মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও সেবা সহজিকরণের এই পরিদপ্তর ক্রমেই এগিয়ে চলছে।

৬. ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরজেএসসির করণীয় বিষয়ে ০৩ টি কর্মশালা ও ০১ টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয় ।

চিত্রঃ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরজেএসসির করণীয় বিষয়ে কর্মশালা

৭. দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শন করার জন্য চট্টগ্রামে অবস্থিত পিএইচপি গ্রুপের কারখানা পরিদর্শন করা হয় ।

চিত্রঃ চট্টগ্রামে অবস্থিত পিএইচপি গ্রুপের কারখানা পরিদর্শন

৮. অত্র পরিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে আরজেএসসির অনলাইন সিস্টেমকে সিকিউরড এবং ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের জন্য সিকিউরিটি ডিভাইস ক্রয় করা হয় । ফলে অত্র পরিদপ্তরে

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে ।
- রিস্ক এনালাইজার সফটওয়্যার (এসআইইএম),ভালনারিবিলিটি এসেসম্যান্ট সফটওয়্যার,ইন্টারনেট গেইটওয়ে(ইউটিএম) ও মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে । হ্যাকার ,মালওয়্যার এর মত ঝুঁকি থেকে সিস্টেম কে মুক্ত রাখতে উন্নত মানের এসআইএম, ইন্টারনেট গেটওয়ে বা নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল ক্রয় করা হয়েছে ।

হ্যাকার ,মালওয়্যার এর মত থ্রেট থেকে ওয়েব এপ্লিকেশন , সিস্টেমসহ এন্ড ইউজারদের বিভিন্ন থ্রেট কে মুক্ত রাখতে উন্নত মানের end point security ,web application firewall, server security and privileged access management স্থাপন করার ফলে অত্র পরিদপ্তরের সকল কার্যক্রম যথা অনলাইন ডাটাবেজ সার্ভার ও অন্যান্য ডিভাইস, হার্ডওয়্যার, নেটওয়্যার্ক নিরাপদ রাখতে উল্লিখিত সিকিউরিটি সফটওয়্যার এর ব্যবহার ফলে নিরাপত্তা ও সাইবার আক্রমন থেকে সিস্টেম কে নিরাপদ রাখা নিশ্চিত হয়েছে এর ফলশ্রুতিতে ডিজিটাল সার্ভিস প্রদান আরো গতিশীল হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার সারাংশঃ

১.১ অনলাইনে প্রস্তাবিত কোম্পানির নিবন্ধন আবেদন নিস্পত্তিকরণ ১০০%

১.২ অনলাইনে প্রস্তাবিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন আবেদন নিস্পত্তিকরণ ১০০%

১.৩ অনলাইনে প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক সংগঠনের আবেদন নিস্পত্তিকরণ ১০০%

২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন ২টি (০৭.০২.২০২২ এবং ১৩.০৪.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়)

২.২ এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি (০৬.১২.২০২১ এবং ০৬.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়)

২.৩ অনলাইনে ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং এমএফএসের মাধ্যমে সেবামূল্য গ্রহণ ১০০%

৩.১ কোম্পানির অনুকুলে কর্পোরেট ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ ৮৯৯৮ টি।

৩.২ আরজেএসসি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি পরিদর্শন ৪ টি (২৫.০৯.২০২১, ১৭.১২.২০২১, ৩১.০৩.২০২২ এবং ২৭.০৬.২০২২ তারিখে পরিদর্শন করা হয়)

৩.৩ নিস্ক্রিয় (Defunct) কোম্পানিসমূহকে (Strike off) নোটিশ প্রদান ৬০৫ টি।

৪.১ নিবন্ধিত কোম্পানির নাম পরিবর্তনের সার্টিফিকেট অনলাইনে প্রদান ১০০%।

৪.২ অনলাইনে রেকর্ডকৃত বার্ষিক মূলধন বিবরণীর (সিডিউল-১০) সার্টিফাইড কপি ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রদান ১০০%

৪.৩ অনলাইনে রেকর্ডকৃত পরিচালনা পর্ষদের (ফরম-১২) তালিকার সার্টিফাইড কপি ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রদানা ১০০%

৪.৪ অনলাইনে সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদন গ্রহণ ১০০%

৫.১ দাখিলকৃত চার্জ/বন্ধকি বিবরণীর নিবন্ধন আবেদন নিস্পত্তিকরন ১০০%

৫.২ নিবন্ধিত চার্জ/বন্ধকি বিবরনীর সনদ প্রদান ১০০%

চিত্রঃ এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুয়ায়ী অনুষ্ঠিত সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ছকঃ

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ০৭/০৯/২০২১ ও ২৩/০৩/২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

২। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ১৪/১২/২০২১ ও ০৭/০৬/২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

৩। মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ফি আদায় চালুকরণ বিষয়ে কর্মশালা ২৭/০৩/২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

৪। রির্টান দাখিলে প্রয়োজনীয় কাগজাদির তালিকা অনলাইনে প্রদর্শন বিষয়ে কর্মশালা ২৭/০৯/২০২১ তারিখে আয়োজন করা হয়।

৫। অনলাইনে রেকর্ডকৃত ফরম ১৫ এর ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি সরবরাহ বিষয়ে কর্মশালা ১৫/১২/২০২১ তারিখে আয়োজন করা হয়।

আলোচ্য অর্থবছরে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুয়ায়ী অনুষ্ঠিত সভা ও প্রশিক্ষণ

১। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২১.০৯.২০২১; ২০.১২.২০২১, ২৮.০৩.২০২২ ও ০১.০৬.২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

২। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা ১৭.১১.২০২১ ও ২২.০৬.২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

৩। সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা ১৬/০৯/২০২১, ২৩/১২/২০২১, ৩০/০৩/২০২২ ও ২৬/০৬/২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

চিত্রঃ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আলোচ্য অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুয়ায়ী অনুষ্ঠিত সভা ও প্রশিক্ষণ

১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০.০৯.২০২১, ০৮.১২.২০২১, ২৯.০৩.২০২২ ও ০২.০৬.২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

২। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা ১৭.১১.২০২১ ও ২২.০৬.২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়।

চিত্রঃ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সারাংশঃ

১.১. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। আবেদন প্রাপ্তি- ০৫ এবং নিষ্পত্তি- পাঁচ (আপিল সহ)।

১.২. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ৩১/১০/২০২১ তারিখে এ পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.roc.gov.bd) প্রকাশ করা হয়।

১.৩. বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩/১০/২০২১ তারিখে এ পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.roc.gov.bd) ও হার্ডকপিতে প্রকাশ করা হয়।

১.৪. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদ করে এ পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.roc.gov.bd) প্রকাশ করা হয়। যা নভেম্বর/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরনীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৫. তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনা বৃদ্ধিকরণের জন্য ১৭/১১/২০২১ ও ২২.০৬.২০২২ তারিখে অংশীজনদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার অফিস আদেশ, হাজিরা তালিকা এবং সভার রেজুলেশন এবং মে, ২০২২ প্রচারপত্রের কপি বিতরণ করা হয়।
১.৬. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ১০/১০/২০২১ , ২৯/১২/২০২১ এবং ১২/০৬/২০২২ তারিখে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুঃ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা-২০০৯, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১০, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার বিধিমালা-২০১০ এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১১।

চিত্রঃ তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

করোনাকালীন কার্যক্রম:

- কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে লকডাউন ও সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়। এ সময়ে পরিদপ্তরের সার্ভার চালু রাখা হয় এবং গ্রাহক কর্তৃক রিটার্ন দাখিল, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণ, বন্ধকী বিবরণী নিবন্ধন, সার্টিফাইড কপি প্রদানসহ সকল প্রকার ডিজিটাল সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়। এছাড়া ZOOM Application Platformব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভার আয়োজন করা হয়;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাস্ক ব্যবহারে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- মাস্ক নাই সেবা নাই নিশ্চত করা হয়েছে;
- অফিসে দর্শনার্থী প্রবেশ সীমিতকরণ করা হয়েছে;

- হেল্প ডেক্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- অফিসে প্রবেশের সময় সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যন্ত্র স্থাপন করা হয়;
- অফিসে প্রবেশকারীদের হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মাধ্যেমে হাত জীবানুমুক্তকরণ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লিকুইড সাবান, টয়লেটটিস্যু ও ফ্যাসিয়াল টিস্যু সরবরাহ করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাস্ক ও সুরক্ষাসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে;
- দর্শনার্থীদের জন্য Queue management বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- প্রতিনিয়ত অফিস জীবানুমুক্ত করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে;
- ২৫বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে(https://www.surokkha.gov.bd/)রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে, উন্নয়নের রোল মডেলে অংশীদার হতে এবং বিনিয়োগ বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টিতে এ পরিদপ্তরটি নামের ছাড়পত্রসহ নিবন্ধন এবং নিবন্ধন পরবর্তী রিটার্ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে। গত ২৬.১১.২০২০ খ্রিঃ তারিখ এক ব্যক্তি কোম্পানি (OPC) এবং কোম্পানির ৫% শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় এজেন্ডা প্রদান করতে পারবেন মর্মে "কোম্পানি আইন (দ্বিতীয় সংশোধন), ২০২০" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। Ease of doing business' এর 'Starting a Business' সূচকে উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রস্তাবিত কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধনের আবেদন এবং নিবন্ধন ফি জমাদানের ৩টি ধাপকে একধাপ করে "একক নিবন্ধন প্রক্রিয়া (Single Process Registration) চালু করা হয়েছে। এরই স্বীকৃতি স্বরুপ এ পরিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে দলগতভাবে জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত হয়েছে। তাছাড়া 'Starting a Business' সহজ করার জন্য বিডা, বেজা, হাইটেক পার্ক এর ওএসএস 'র সাথে এ পরিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংক কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে ফি প্রদানের অসুবিধা দূরীভূত করে অনলাইন ব্যাংকিং ও ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের এর মাধ্যমে ফি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।উল্লেখ্য এ পরিদপ্তরে কোম্পানি নিবন্ধন ও নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ০৩ (তিন) বছরের নিবন্ধন পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১,১২৮, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪৮২৬ (চৌদ্দ হাজার হাজার আটশত ছাব্বিশ) এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩৪৮৫ টি প্রতিষ্ঠান কে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহকে অপ্রতুল জনবল দিয়ে সেবা প্রদান করাই এ দপ্তরের প্রধান চ্যালেঞ্জ। নিবন্ধিত প্রায় ২.৭ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য অফিস স্পেসের অপ্রতুলতা এ

পরিদপ্তরের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এছাড়া, বিদ্যমান অনলাইন সিস্টেমের আধুনিকায়ন, বিদ্যমান অনলাইন সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পরিদপ্তরের নিজস্ব ভবন তৈরী এ পরিদপ্তরের উল্লেখ্যযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনবল সংকট নিরোসনের লক্ষ্যে পরিদপ্তরের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করার একটি প্রস্তাব ইতিমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অফিস স্পেসের অপ্রতুলতা প্রশমনের জন্য বিদ্যমান জনবল কাঠামোর আওতায় কার্যালয়কে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিনে বিভিক্তকরন এবং নিজস্ব ভবন তৈরী জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান নিয়ে অনলাইন পোর্টাল চালুকরণ, কোয়ালিটি রিটার্ন সাবমিশন নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সফটওয়্যারের Application Enhancement, Security Ensuring এবং More User Friendly Environment নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

১. গ্রাহক পর্যায় হতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম চালুকর;
২. তথ্য বিনিময়ের জন্য এ পরিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমকে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটি একচেঞ্জ কমিশন এর সিস্টেমের সাথে সংযুক্তিরণ;
৩. সফটওয়্যারের Application Enhancement, Security Ensuring এবং More User Friendly Environment নিশ্চিতকরণ;
৪. আন্তর্জাতিক সংস্থা USAID এর প্রজেক্ট FEED THE FUTURE(BITBEE) এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আরজেএসসি'র রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এবং রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়াকে world standard best practice এ আনয়ন;

- এ পরিদপ্তরের সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের ফলে দেশব্যাপী ডিজিটাল অফিসের স্বীকৃতি লাভ।
- 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১১' এ 'ই-সরকার' বিশেষ সম্মাননা লাভ।
- বিশ্ব ব্যাংক প্রণীত 'ডুইং বিজনেস রিপোর্ট ২০১১' এ প্রথম দশ রিফর্মার এর তালিকায় আরজেএসসি'র স্থান লাভ।
- কোম্পানি নিবন্ধন সহজিকরনের ফলে বিশ্ব ব্যাংক প্রণীত 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' সূচকের এর 'স্টার্টিং বিজনেস' শাখায় সর্বোচ্চ মানের কাছাকাছি নম্বর অর্জন।
- একক পদ্ধতিতে নিবন্ধন প্রবর্তনের উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২১ সালে আরজেএসসি'র পাঁচ জন কর্মকর্তার জনপ্রশাসন পদক লাভ।
- বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' ২০১৪ এর সূচকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুই ধাপ ও ২০১৯ এ ৮ ধাপ এগিয়ে আনতে এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে।

আরজেএসসির ওয়েবসাইটঃ www.roc.gov.bd